কবিতা

নাম

আরাফাত রিলকে

কানাগলি ঠাওরে বলতেছিলাম নাম,
কেউ কি শুনতেছিল কিনা সন্দেহ।
তবু নাম তো বলাই লাগে,
নামের পরে পদবি থাকলে ভালো।

যেমন ধরুন সরকারি কর্মকর্তা
অথবা দলীয় হোমরাচোমরা কিছু।
নাম সুন্দর সঙ্গে পদবি আরও সুন্দর,
স্বর্ণের দামে বেচা হয় রাস্তাঘাটে।

আত্মীয় বাড়িতে মেজবানির সময়ে
অথবা সম্বন্ধ গোছের কিছু হলে
তুমি ছুঁড়ে মারো নাম,
শক্ত হলে ঢিলের মতো শব্দ হবে।

কবিতাদের পাড়ায় নাম বেচে মেলে
অঢেল সুনাম, লাফাঙ্গা সঞ্চালকের
মুখে খদ্দেরের মতো রসমালাই হাসি,
পদক বিক্রেতার কাছে নাম হলো
ক্ষিরসার মতো দুধেল মিঠাই।

আর যারা নাম রাখে সততার কাছে,
তারা দাঁড়ায় দীর্ঘ লাইনে,
একে একে ছেঁচড়া কন্ডাকটর,
মেট্রিকে থার্ড ক্লাস পাওয়া পুলিশ,
এলাকার গুন্ডা মাস্তানের কাছে
ধমক খেয়ে চুপচাপ সরে পরে।

তবু আমি আমার নাম খুঁজি
জামরুল ফুলের কাছে একা একা
গোপনে, নামের আরেক অর্থ মানুষ
অথবা গণতন্ত্র, পোয়েটিক সেন্স নাই

জানি, তবু আমার নাম খুঁজি
কবিতার কাছে, সুন্দরের কাছে
গোপনে রাখি আমার নাম,
সমুদ্রের কাছে সব বদনাম রেখে

নিগৃহীত শিল্পের কাছে একা একা
বলি, কেউ বলুক নামকে বৃদ্ধাঙ্গুলি
দেখানো লোকটি একজন কবি
আর আমি দীর্ঘ বহেরা গাছ,
আমাদের চারপাশে অনেক নদী
বয়ে গেছে হৃদয়ে সহস্র বছরব্যাপী।

পাঠাগার মানে
রকিবুল ইসলাম

পাঠাগার মানে কী
তোমরা তা জানো কি?

পাঠাগার মানে হলো–বই আর বই
পাঠাগারে বইগুলো করে হইচই।
পাঠাগার মানে হলো–জ্ঞানের বাতি
পাঠাগারে জ্ঞানী হয় মানবজাতি!

পাঠাগার মানে হলো–আনন্দে পড়া
পাঠাগারে হয় মন সানন্দে গড়া।
পাঠাগার মানে হলো–পৃথিবীটা এই
পাঠাগারে কত কিছু থাকে এখানেই।

পাঠাগার মানে হলো–পড়ে হই প্রীত
পাঠাগারে সকলের মন আলোকিত
পাঠাগার মানে হলো–সমাজের ভালো
পাঠাগারে জ্বলে থাকে আলো আর আলো।

পাঠাগার মানে হলো–মিলেমিশে থাকা
পাঠাগারে থাকে তাই বইগুলো রাখা।
পাঠাগার মানে হলো–সারি সারি বই
পাঠাগারে খুঁজে পাই বন্ধু ও সই!

মুক্ত কোথায়

মো. ফরিদুল ইসলাম

বলতে গেলে মুখ থাকে না
পড়তে গেলেই শেষ,
লিখতে গেলে কলম থাকে না
বলতে মানা বেশ।

হাঁটতে গেলে পা থাকে না
দাঁড়ানো সে তো আগেই নিষেধ,
বাধা দিলে মান থাকে না
লেগে যায় বিভেদ।

গাড়িতে গেলে সিট থাকে না
দাঁড়িয়েই জীবন শেষ,
চলতে গেলে পথ থাকে না
হোক না যতই বেশ।

কাজ করতে দিতে হয়
বাড়তি অনেক মায়না,
সুযোগ বুঝে রক্তচোষারা
ধরছে অনেক বায়না।

প্রত্যাশা

আর্য হিমাদ্রি (আল আমিন)

কখন দূর হবে গোঁড়ামি?
বিদ্বেষ ভাঙি বৈরিতা?
কখন ঘুচাবে চিরচেনা সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বুলি?
কখন চাপ কমবে সমাজ কিংবা পরিবার থেকে মরুর সংস্কৃতির আদলে গড়ে ওঠা
শিক্ষার বুনিয়াদ কিংবা ভক্তিবিশ্বাসকে না বলতে?
কখন হবে কুসংস্কার দূর?
আসবে জীবনধারার ভিন্নতা–

কখন কাটবে নিরাপত্তাহীনতার ভয়?
কখন সন্দেহ দূর হবে?
কখন মন ভালো হবে?
কবে ভেজা শহরগুলো হাসবে?
কবে নতুন এক সকালে সবাই যার যার মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে ঘরে ফিরবে?
আর নদীগুলো নিজেদের তীরে ফিরে যাবে?

দেখো প্রকাশ্য দিবালোকে
আয়ু কেড়ে নেয় যখন-তখন।
নিরাপত্তা যে দেবে
সেই তো স্বয়ং ঘাতক!

অপেক্ষায় আছি সে বিকশিত মানুষের জন্য;
আমি অপেক্ষায় আছি–
একদল উন্মাদের জন্য, যারা
প্রকাণ্ড স্ফটিকের মতো সপ্রতিভায় বিকশিত হবে।
আসবে সুন্দর সকাল।
পালন করবে।

পাঠাগার গড়ে উঠুক গ্রামে গ্রামে

সোহেল সৌকর্য

পাঠাগারের তাকে
থরে থরে দেশ-বিদেশের বই সাজানো থাকে।
বইগুলো রোজ ডাকে
গ্রন্থপ্রেমী, বই-পড়ুয়া পাঠক-পাঠিকাকে।

পাঠক গেলে কাছে
অপঠিত বইগুলো খুব হাত-পা ছুঁড়ে নাচে।
পাঠক যখন পড়ে
চোখের সামনে নতুন জগৎ বই-ই মেলে ধরে।

বই যে জ্বালে আলো
বই-ই শেখায় জগৎটাকে বাসতে হবে ভালো।
বই যে বন্ধুর মতো
দর্শন, বিজ্ঞান আর সাহিত্যের বই যে আছে কত।

মানবো চিরদিনই
এ সভ্যতা পুরোপুরি বইয়ের কাছে ঋণী।
বই যে প্রিয় সঙ্গী
বই-ই পারে পাল্টে দিতে মন ও দৃষ্টিভঙ্গি।

বই পড়ে না যারা
হতভাগ্য আর করুণার পাত্র হলো তারা।
তোমরা বিশ্বাস করো
বই পড়ার আনন্দ হলো সবচে মহত্তর।

সবাই রাখো শিখে
প্রতিভাবান মানুষেরাই বই গিয়েছেন লিখে।
বলছি তাঁদের নামে
আধুনিক পাঠাগার গড়ে উঠুক গ্রামে গ্রামে।